ত্রৈ-মাসিক

স্ফুরণ

প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১৭

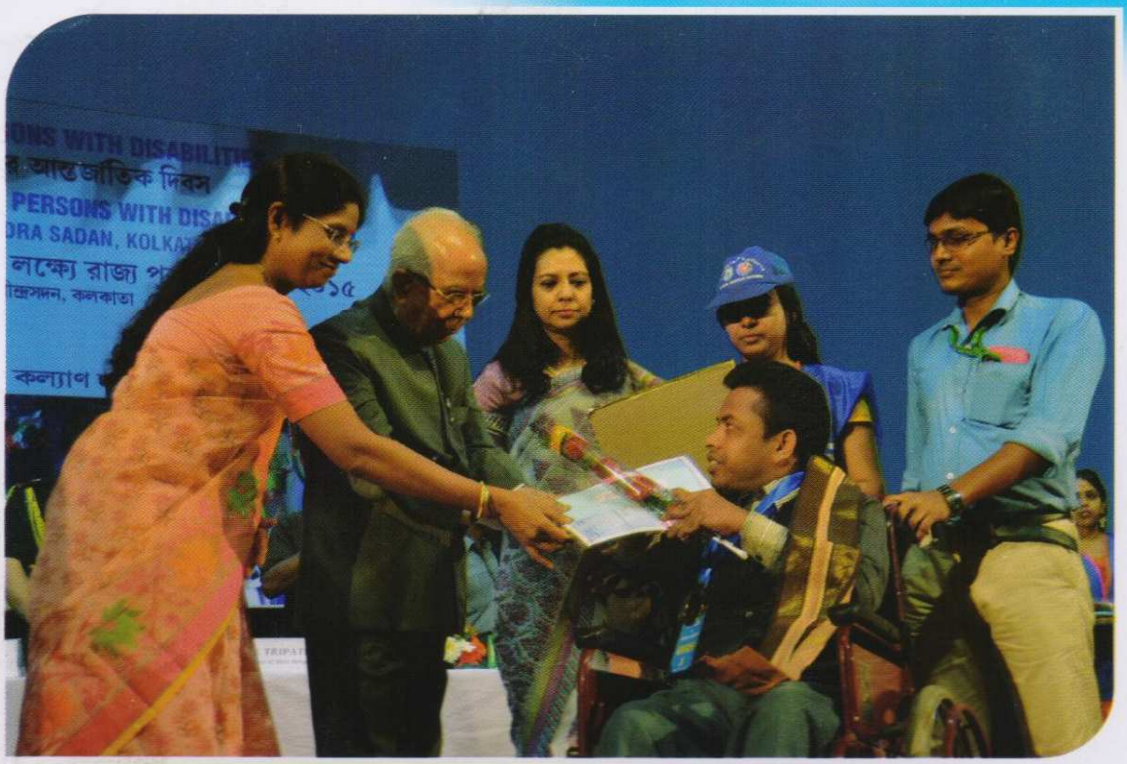

'প্রতিবন্ধকতাযুক্তব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষে রাজ্য সম্মান প্রদান করছেন সম্মানীয় রাজ্যপাল শ্রী কেশরী নাথ ত্রিপাঠী।
রবীন্দ্র সদন ৩ডিসেম্বর ২০১৫

কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা), পশ্চিমবঙ্গ
শিশুবিকাশ ও নারী উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সম্পাদকীয়

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের ক্ষমতায়ণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু ও নারী উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্য প্রতিবন্ধকতা আয়োগ প্রতিবছর **৩ ডিসেম্বর** দিনটি **'প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবস'** হিসাবে উদ্‌যাপিত করে থাকে। এই দিনটিকে স্মরণীয় করতে বহুবিধ অনুষ্ঠান করা হয় যার মধ্যে একটি, সরকারী আদেশনামা ও অন্যান্য তথ্য সংকলিত বার্ষিক **'স্ফূরণ'**-এর প্রকাশনা।

এটি মূলত: প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের সাহায্যে গৃহীত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও বিভিন্ন দপ্তরের সরকারী আদেশনামা, প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে যে সব বেসরকারী সংস্থা কাজ করছেন তাদের নাম, ঠিকানা, দূরভাষ নং, সংশ্লিষ্ট সরকারী আধিকারীকের নাম, দূরভাষ নং এবং প্রতিবন্ধকতা আয়োগের সারা বছরের কাজের খতিয়ানের একটি সংকলন। আমাদের এই সংকলনটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ ও তার পরিজন, সরকারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রে যারা এই বিষয়ে কাজ করছেন তাদের সকলের কাছেই সহায়ক ও উপযোগী হবে আশা রাখি।

কিন্তু আমরা চাই শুধুমাত্র কলকাতা বা অন্যান্য জেলা শহরগুলি শুধু নয়, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ, সরকারী আধিকারীক, পঞ্চায়েত সদস্য ও বেসরকারী সংগঠনগুলি আছে— প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি শুধুমাত্র বছরে একটিবার নয়, একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছতে। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই নতুন পদক্ষেপ **'প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবসে' ত্রৈমাসিক স্ফূরণ-এর প্রকাশ**।

এই ত্রৈমাসিক প্রকাশনাটির মাধ্যমে আমরা নতুন সরকারী আদেশনামা ও প্রকল্পের কথা ছাড়াও আগামী দিনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে যে সব সচেতনতা শিবির আয়োজিত হবে তার কথা, বিভিন্ন স্তরের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের নিজের প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে আত্মনির্ভর হওয়ার কথা, বাধামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার শুভ প্রচেষ্টা ও আমাদের দপ্তরের কাজের খতিয়ানকে তুলে ধরবো। এছাড়াও এতে থাকবে কিছু নিয়মিত বিভাগ। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারীকবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত ও সহায়তায় আমাদের এই নতুন প্রচেষ্টা সার্থক হবে আশা রাখি।

মাননীয়া মন্ত্রী ড: শশী পাঁজা, সচিব শ্রীমতী রোশনী সেন, সমাজ কল্যাণ কমিশনার শ্রী সোমনাথ মুখার্জী ও কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা) শ্রীমতী রাণু ভট্টাচার্যর উপস্থিতিতে 'স্ফূরণ ২০১৫' প্রকাশ করছেন সম্মানীয় রাজ্যপাল শ্রী কেশরী নাথ ত্রিপাঠী।

মুখ্য সম্পাদক ঃ **কমিশনার** (প্রতিবন্ধকতা),

কার্যকরী সম্পাদক মন্ডলী ঃ **সহ-কমিশনার-১ম**, (প্রতিবন্ধকতা),
সহ-কমিশনার-২য়, (প্রতিবন্ধকতা),
ক্লিনিক্যাল সাইকোলোজিস্ট,
অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, (প্রতিবন্ধকতা)।

শুভেচ্ছা বার্তা

ডঃ শশী পাঁজা
রাষ্ট্রমন্ত্রী
শিশু কল্যাণ দপ্তর (স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত)
নারী কল্যাণ দপ্তর ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর
(স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত)
এবং
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Dr. Shashi Panja
Minister-of-State
Department of Child Development (Independent Charge),
Department of Women Development
and Social Welfare (Independent Charge)
&
Department of Health and Family Welfare
Government of West Bengal

শুভেচ্ছা বার্তা

'প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবস-২০১৬' উপলক্ষ্যে ৩রা ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে রাজ্যসরকারের শিশু ও নারী উন্নয়ণ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যপ্রতিবন্ধকতা আয়োগের 'নিউজ-লেটার' 'ত্রৈমাসিক স্ফূরণ'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এটি আমাদের নবতম প্রয়াস। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার রক্ষার্থে প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারী আদেশনামা ছাড়াও এতে থাকবে আগামীদিনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে যে সব সচেতনতা শিবির আয়োজিত হবে তার কথা, স্ব-স্ব- ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের আত্মনির্ভরতার কাহিনী,রাজ্য প্রতিবন্ধকতা আয়োগের কাজের খতিয়ান ও কিছু নিয়মিত বিভাগ। আশা রাখি আমাদের এই অভিনব প্রচেষ্টাটি আপনাদের কাছে সমাদৃত হবে।

শশী পাঁজা
(ডঃ শ্রীমতী শশী পাঁজা)

Office : Swasthya Bhavan, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700 091 Tel. No. (033) 2357-7917
Office : Bikash Bhavan, 10th Floor, Salt Lake, Kolkata - 700 091 Tel. No. (033) 2334-5666
E-mail:shashipanja@yahoo.com

ROSHNI SEN, IAS
Secretary
Department of Child Development
Department of Women Development & Social Welfare
Government of West Bengal
Bikash Bhavan, East Block,10 th Floor
Salt Lake City, Kolkata - 700 091
Tel :(+91 33)2334 1563, Fax :(+91 33) 2334 1918
email : secdsw@gmail.com
www.wbcdwdsw.gov.in

শুভেচ্ছা বার্তা

আগামী ৩রা ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ 'প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবস-২০১৬' উপলক্ষ্যে রাজ্যপ্রতিবন্ধকতা আয়োগের 'নিউজ-লেটার' 'ত্রৈমাসিক স্ফূরণ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবে। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার রক্ষার্থে প্রকাশিত বিভিন্ন নতুন আদেশনামা, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের খবর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এবং কাজের খতিয়ান আমরা পৌঁছে দিতে চাই বিভিন্ন জেলা, ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত। আমরা আশা রাখব সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিক, প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কর্মরত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সর্বোপরি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ, যাদের স্ব-শক্তিকরণের উদ্দেশ্যে আমাদের এই প্রয়াস, তাদের মতামত ও সহায়তায় আমাদের এই নতুন পদক্ষেপ সমৃদ্ধ ও সাফল্যমন্ডিত হবে।

রোশনি সেন
(শ্রীমতী রোশনি সেন)
সচিব, শিশু-নারী উন্নয়ণ ও সমাজকল্যাণ দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পূর্বকথা

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরা বহুদিন ধরেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে জনসংখ্যা বিশাল অথচ সম্পদ সীমিত, সেখানে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই সংকটজনক। পৃথিবী জুড়ে মানবাধিকার রক্ষার্থে বিভিন্ন আন্দোলনের ফল হিসাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে প্রতিবন্ধকতার সংজ্ঞা, পরিবর্তন এসেছে সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে। একজন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ শুধুমাত্র দয়া বা করুণার পাত্র নন। তিনি একজন বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ বিভিন্ন সামাজিক বাধা যাকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নয়ন, বিনোদন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে দেয় না। তাই শুধু দয়া প্রদর্শন নয়, তাদের জন্য প্রয়োজন তাদের অধিকার আত্মসম্মান ও মর্যাদা রক্ষা।

এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কল্যাণে নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন ও সেই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ না হলে এই মানুষগুলির সার্বিক অবস্থানের পরিবর্তন সম্ভব নয়। এটাও সত্যি যে শুধুমাত্র আইনের দ্বারা সামাজিক চিত্রের সম্পূর্ণ ও ত্বরিৎ পরিবর্তন হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু শিক্ষা, চাকুরী, যানবাহন, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাধামুক্তির জন্য নীতি নির্ধারণের মাধ্যমেই প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের জীবনের সবক্ষেত্রে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং তার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার সুরক্ষা সম্ভব।

১৯৯২ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বেজিং-এ অনুষ্ঠিত "Economic & Social Commission for Asia & Pacific"-এর সভায় এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সমানাধিকার ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত এই দশকটিকে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের দশক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে এই ঘোষণাকে কার্যকরী করার লক্ষে ১ জানুয়ারী ১৯৯৬ সালে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা ও পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন - ১৯৯৫ পাশ হয়। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার রক্ষার্থে এই আইন

একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর আগে ১৯৮৭ সালে পাশ হওয়া 'মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট'ই প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে একমাত্র আইন ছিল, যদিও এটি কেবলমাত্র মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেই কার্যকরী হতো। বিংশ শতাব্দির শেষ দশকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির কল্যাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পার্লামেন্টে তিনটি আইন পাশ হয়।

১) রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৯২, ২) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি আইন - ১৯৯৫ ও ৩) ন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যাক্ট - ১৯৯৯।

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা ও পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন - ১৯৯৫-এর ৬০ নং ধারা অনুযায়ী কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা) নিযুক্ত হয়েছেন এবং রাজ্য প্রতিবন্ধকতা আয়োগ স্থাপিত হয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক বিভিন্ন আইন

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির সহায়তায় সমস্ত সরকারী নীতি-নির্ধারনের পেছনে আছে মূলত: তিনটি আইন ও তাদের সংশোধনী। খুব সংক্ষেপে এই তিনটি আইনের মূল বিষয়গুলি আলোচিত হল —

রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট - ১৯৯২ঃ

রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া মূলত: প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের সমস্ত তথ্য সংরক্ষণের কাজ করে। এই আইন অনুসারে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি বলতে বোঝায় — দৃষ্টিহীনতা, শ্রবণশক্তিহীনতা, চলৎশক্তিহীনতা ও মানসিক অনগ্রসরতা।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণের কোর্স চালু করতে হলে RCI-এর অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এছাড়া কাউন্সিল একটি নথী প্রকাশ করে যাতে কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত সমস্ত পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞদের নাম নথীভুক্ত থাকে। ২০০০ সালে এই আইনটির একটি সংশোধনী পাশ হয়। এই সংশোধনী অনুসারে বিশেষ শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গবেষণার কাজও RCI-দ্বারাই হবে।

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি আইন - ১৯৯৫ঃ

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা ও পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন - ১৯৯৫ অনুমোদিত হয় ১ জানুয়ারী ১৯৯৫ সালে। এই আইনের ২নং ধারা অনুসারে প্রতিবন্ধকতা বলতে বোঝায় দৃষ্টিহীন, ক্ষীণদৃষ্টি, নিরাময় হওয়া কুষ্ঠ, শ্রবণদৌর্বল্য, চলৎশক্তিজনিত প্রতিবন্ধকতা, মানসিক অনগ্রসরতা ও মানসিক অসুস্থতা। এই আইনে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির ক্ষমতায়ণ ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ, চাকুরী, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগকর্তাদের উৎসাহদান, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি থাকে এবং প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের জন্য একটি বন্ধনমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের জন্য নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী কল্যাণে রচিত আইনের ধারা যাতে কোনোভাবেই লঙ্ঘিত না হয় তার জন্য বিশেষ সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে এই আইনে।

ন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যাক্ট - ১৯৯৯ঃ

এই আইন অনুসারে অটিজম, মস্তিষ্কের অসারতা (Cerebral Palsy) মানসিক অনগ্রসরতা এবং একাধিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের কল্যাণের জন্য জাতীয় স্তরে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। ন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে যে কাজগুলি মূলত: করা হয় সেগুলি হল — প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের যতটা সম্ভব আত্ম-নির্ভরশীল করে তার জন গোষ্ঠীতে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত সুযোগ দিয়ে তার পরিবারের সাথে বসবাস করতে দেওয়া, যাদের পারিবারিক সমর্থন নেই তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের পিতা-মাতার মৃত্যুর পরেও যত্ন ও নিরাপত্তার সুযোগ করে দেওয়া এবং এই কাজে ন্যাশনাল ট্রাস্টে রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থাগুলিকে উৎসাহ দেওয়া, উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের শারীরিক ও আর্থিক সুরক্ষার জন্য আইনী অভিভাবক নিয়োগ ইত্যাদি। বিভিন্ন সরকারী দপ্তর, বিভিন্ন জেলার লোকাল লেভেল কমিটি এবং বিভিন্ন রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থাগুলির মাধ্যমে ন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যাক্টের সুযোগগুলি রূপায়িত হয়।

রাজ্য প্রতিবন্ধকতা আয়োগের বিভিন্ন কর্মসূচি

কলেজ স্কোয়ার প্রাঙ্গণে কর্মপ্রার্থীদের জমায়েত

বিশ্ব-ব্রেল দিবস
৪ জানুয়ারী, ২০১৬

লুই ব্রেলের জন্মদিন উপলক্ষে গত **৪ জানুয়ারী, ২০১৬** তারিখে বীরেন্দ্র মঞ্চে **'বিশ্ব-ব্রেল দিবস-২০১৬'** পালিত হল। এই উপলক্ষে সকাল ৯টায় একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে এই পদযাত্রায় অংশ নেন কমিশনার (সমাজকল্যাণ দপ্তর) শ্রী নবগোপাল হীরা, কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা) শ্রীমতী রাণু ভট্টাচার্য সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারীকগণ।

দৃষ্টি-প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি ব্রেল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করেন মাননীয়া মন্ত্রী ডাঃ শ্রীমতী শশী পাঁজা। এছাড়া প্রতিবন্ধকতা- যুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উপযুক্ত সহায়ক সরঞ্জামও বিতরণ করা হয়।

www.wbcommissionerdisabilities.gov.in —এই ওয়েবসাইটের উদ্বোধন

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের
আন্তর্জাতিক দিবস ৩ ডিসেম্বর, ২০১৫

অন্যান্য বছরের মতো গতবছর ৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হল **'প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবস'**। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের **'রাজ্য পুরস্কার'** প্রদানে সম্মানিত করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী মহাশয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিশু ও নারী উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মাননীয়া মন্ত্রী ডাঃ শ্রীমতী শশী পাঁজা, সচিব, মাননীয়া শ্রীমতী রোশনী সেন, কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা) শ্রীমতী রাণু ভট্টাচার্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট আধিকারীকবৃন্দ ও বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিগণ। এই উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের আদেশনামা সম্বলিত **'স্ফুরণ'** গ্রন্থটিরও প্রকাশ ঘটল মাননীয় রাজ্যপালের হাতে। এই উপলক্ষে ৪ ও ৫ই ডিসেম্বর কলেজ স্কোয়ার প্রাঙ্গণে একটি **'রোজগার মেলা'**র আয়োজন করা হয়। যেখানে বিভিন্ন বেসরকারী বহুজাতিক সংস্থা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া রোজগার মেলায় অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্মে পূর্ণ যোগদানের লক্ষ্যে সরকারী বিভিন্ন আইন ও প্রকল্প নিয়ে আলোচনাচক্র, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছেলেমেয়েদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রতিবন্ধী মানুষের হাতের কাজের প্রদর্শনী। ৪ ডিসেম্বর রোজগার মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্য প্রতিবন্ধকতা আয়োগের ওয়েবসাইটটি উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী ডঃ শ্রীমতী শশী পাঁজা।

বিশ্ব ব্রেল দিবস — কলকাতার রাজপথে পদযাত্রা

বিশ্ব অটিজম সচেনতা দিবস
২ এপ্রিল, ২০১৬

গত ২ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে কলকাতার শিশির মঞ্চে **'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস'** উদ্‌যাপিত হল। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিশু-নারী উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের সচিব মাননীয়া শ্রীমতী রোশনী সেন। 'অটিজম' যুক্ত মানুষের সমস্যা ও পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা করেন আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের 'সাইকিয়াট্রি' বিভাগের প্রধান ডাঃ দিব্যগোপাল মুখোপাধ্যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে কলকাতার বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে আগত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু ও তাদের মায়েরা।

রাজ্য প্রতিবন্ধকতা আয়োগের বিভিন্ন কর্মসূচি

বধিরান্ধ সচেতনতা দিবস
২৭ জুন ২০১৬

হেলেন কেলারের জন্মদিন উপলক্ষে **২৭ জুন ২০১৬** তারিখে কলকাতার শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল **'বধিরান্ধ সচেতনতা দিবস'**। সকালে পদযাত্রার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মাননীয়া মন্ত্রী ডাঃ শ্রীমতী শশী পাঁজা। দৃষ্টি ও শ্রবণজনিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে শৈশবাবস্থায় চিহ্নিতকরণের উপযোগিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাঃ সোমাশ্রী রায়। এরপর 'রেডিও বঙ্গ নেট' নিয়ে বলেন শ্রী সাহেব শর্মা ও অডিও ম্যাগাজিন 'শব্দকল্পদ্রুম' নিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রী পঙ্কজ সিনহা। বধিরান্ধদের নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা, কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞতা ও সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এরপর প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য ৫৪জন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষকে ১০,০০০/- টাকার আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয়া মন্ত্রী ডাঃ শ্রীমতী শশী পাঁজা, কমিশনার (সমাজ কল্যাণ) শ্রী নবগোপাল হীরা, পশ্চিমবঙ্গ নারী উন্নয়নের সচিব শ্রীমতী শান্তা প্রধান, কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা) শ্রীমতী রাণু ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য আধিকারীকবৃন্দ।

'বধিরান্ধ সচেতনতা দিবস' উদ্‌যাপন, শিশির মঞ্চ ২৭ জুন ২০১৬

শিশুবিকাশ ও নারী উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় রাজ্য প্রতিবন্ধকতা আয়োগের উদ্যোগে 'রাখীবন্ধন উৎসব'

রাখীবন্ধন উৎসব
১৮ আগস্ট, ২০১৬

গত **১৮ আগস্ট, ২০১৬** সল্টলেকের করুনাময়ী বাসস্ট্যান্ডে শিশুবিকাশ ও নারী উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় রাজ্য প্রতিবন্ধকতা আয়োগের উদ্যোগে **'রাখীবন্ধন উৎসব'** পালিত হল। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন শিশুবিকাশ ও নারী উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের সচিব মাননীয়া শ্রীমতী রোশনী সেন, সমাজকল্যাণ দপ্তরের মহাধ্যক্ষ শ্রী নবগোপাল হীরা, মহাধ্যক্ষা (প্রতিবন্ধকতা) শ্রীমতী রাণু ভট্টাচার্য ও অন্যান্য পদস্থ আধিকারীকগণ। এই অনুষ্ঠান উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে আগত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে। নিজেদের হাতে তৈরি সুন্দর রঙচঙে রাখী তারা পরিয়ে দিল করুনাময়ী বাসস্ট্যান্ডে উপস্থিত সরকারী ও বেসরকারী বাসের ড্রাইভার আর কন্ডাক্টর সহ পরিবহন দপ্তরের অন্যান্য কর্মীদের। সঙ্গে চলল মিষ্টিমুখ। এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন বিভাগীয় সচিব মাননীয়া শ্রীমতী রোশনী সেন। অন্যান্য সকলের মতো প্রতিবন্ধী মানুষদেরও প্রতিনিয়ত সহায়তা নিতে হয় সরকারী ও বেসরকারী পরিবহন ব্যবস্থার। তাই প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী পরিবহন ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিভিন্ন রকম সহায়তার ব্যবস্থা আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে— যেমন, রাজ্যের সমস্ত স্বল্প পাল্লার সরকারী বাসে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি ও তাদের সহায়করা বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করতে পারেন। সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত বাসেই তাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আইন থাকা সত্ত্বেও পরিবহন কর্মীদের সহমর্মিতার অভাবে অসুবিধায় পড়েন প্রতিবন্ধী মানুষজন। তাই বাস চালকদের হাতে রাখী পরিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করার আশা ও আবেদন রাখল ছোট ছোট প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েরা। এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন বিধাননগর পুর কমিশনার ও বিধাননগর পৌরনিগম। কলকাতার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরাও এই অনুষ্ঠানে সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছেন। এই অভিনব আয়োজনটি পরিবহন কর্মীদের মধ্যেও প্রভূতভাবে সাড়া জাগিয়েছে।

সাফল্যের পথে

ফলতা থানার হাসিম নগর গ্রামের ছেলে দেবাশীষ মাইতির বাবা শ্রী সুদর্শন মাইতি জনমজুর। জন্ম থেকেই ৮০ শতাংশ দৈহিক প্রতিবন্ধী দেবাশীষের চলাফেরা হুইল চেয়ারের সাহায্যে। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অনটন বা নিজের প্রতিবন্ধকতা— কোনোটাই দেবাশীষের এগিয়ে চলার পথে বাধা হতে পারে নি শুধুমাত্র ওর অদম্য মনোবলের জোরে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পরেই স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টা শুরু হয় দেবাশীষের ডায়মন্ড হারবার কর্ম সংস্থান কেন্দ্রে নাম নথীভুক্ত করে।

উপযুক্ত চাকরীর সন্ধান না পেলেও হাল ছাড়েনি ও। স্থানীয় বিধায়ক তমোনাশ ঘোষের সহায়তায় দেবাশীষের যোগাযোগ হয় তৎকালীন রাজ্য প্রতিবন্ধকতা কমিশনার শ্রীমতী মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তার কাছ থেকে দেবাশীষ জানতে পারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'Econoic Rehabilitation for the Adult Person with Disabilities'— এই প্রকল্পটির কথা। রঙীন পাখী ও মুরগীর ছোটো ব্যবসা করার জন্য এই প্রকল্পের অধীনে সে এককালীন ১০ হাজার টাকা অনুদান চেয়ে আবেদন পত্র জমা দেয় ২০১১ সালের ডিসেম্বব মাসে। কমিশনার অফিস থেকে অনুদান মঞ্জুর হলে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ২৬টি রঙীন পাখী (বদ্রী) নিয়ে ব্যবসা শুরু করে দেবাশীষ।

এই ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে এর পরে সে এর সাথে 'জাভা' ও 'মুরগী' পালনও আরম্ভ করেছে। এই ব্যবসাটিকে আরও বাড়ানোর জন্য স্থানীয় ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করে দেবাশীষ। ব্যাঙ্কের পরিদর্শনকারী ব্যবসাটিকে দেখে সন্তুষ্ট হন এবং ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে 'প্রধান মন্ত্রী মুদ্রা যোজনা'র অধীনে ২৫,০০০/- টাকা ঋণ মঞ্জুর হয় দেবাশীষের জন্য।

বর্তমানে দেবাশীষের কাছে ৮০টি বদ্রী, ২২টি জাভা, ১২টি মুরগী ও ৪০টি ছোট ও ৭টি বড় টার্কী আছে। এই ব্যবসার প্রায় সমস্ত কাজ ও নিজেই দেখাশুনা করে। বর্তমানে ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে ব্যাঙ্কের ঋণশোধ, নিজের যাবতীয় খরচ চালিয়েও সে তার মা-বাবার হাতে কিছু টাকা তুলে দিতে পারছে। ভবিষ্যতে আরো বড়ো খামার বানিয়ে সংসারের যাবতীয় দায়ভার নিজের হাতে নেওয়ার আশা রাখে দেবাশীষ। সরকারী সহায়তা ও নিজের মনোবলকে সাথী করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন দেবাশীষের মতো আরও বহু মানুষ। আমাদের পাতায় তাদের কথা তুলে ধরবো। তাদের কথা এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে দেবাশীষদের মতো আরও অনেক মানুষকে।

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশুবিকাশ এবং নারী উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে দেয় সহায়তা সমূহ

- প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণের জন্য প্রতিটি মহকুমা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল এ কলকাতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গঠিত প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত মেডিক্যাল বোর্ড থেকে প্রতিবন্ধী শংসাপত্র পাওয়া যায়।
- প্রতিবন্ধী শংসাপত্রের ভিত্তিতে ব্লকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিশু বিকাশ প্রকল্পাধীকারীকের কার্যালয় ও কলকাতার ক্ষেত্রে কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা)-এর কার্যলয় থেকে প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়।
- সরকারী বা সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়। জেলার ক্ষেত্রে জেলা সমাহর্তা এবং কলকাতার ক্ষেত্রে কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা)-র কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে।
- দরিদ্র প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর করার জন্য ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এককালীন অনুদান দেওয়া হয়। ব্লকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমষ্টী উন্নয়ন আধিকারীক এবং কলকাতার ক্ষেত্রে কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা)-এর কার্যালয়ে আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়।
- জীবিকা অর্জনে অক্ষম এবং পারিবারিক মাসিক আয় অনুর্ধ্ব ১০০০/- টাকা, সেই রকম প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিকে অক্ষমভাতা দেওয়া হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্লকের সমষ্ঠি উন্নয়ন আধিকারীক ও কলকাতার ক্ষেত্রে চক্রচর নিয়ামকের কার্যালয় পূর্ত ভবনে যোগাযোগ করতে হবে।
- প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের বিনামূল্যে সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। জেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারীক ও কলকাতার ক্ষেত্রে কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা)-র কাছে আবেদন করতে হবে।
- প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে সুবিচারের জন্য কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা)-র কাছে অথবা জেলা শাসক তথা পদাধিকার বলে অতিরিক্ত কমিশনারের কাছেও অভিযোগ জানানো হলে সুবিচারের জন্য ন্যায্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে কাজে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা)-র পক্ষ থেকে নথিভুক্তকরণের জন্য শংসাপত্র দেওয়া হয়। এই শংসাপত্র তিন বছর পর্যন্ত বহাল থাকে।

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ আবাসিক বিদ্যালয়'

আমাদের রাজ্যে প্রতিবন্ধকতাযুকতব্যক্তিদের জন্য যে সমস্ত আবাসিক প্রতিষ্ঠান ও বিশেষ বিদ্যালয় আছে তার বেশির ভাগই সরকারী সহযোগিতায় বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে চলে। বর্তমানে এই রাজ্যে সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে যে দুটি আবাসিক বিদ্যালয় চলে তার একটি হল কুচবিহারের 'Govt. School for the Blind'। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে মোট ৩২ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত আবাসিক ছাত্র আছে। এই বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রদের বাইরের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা হয়। এরা বিভিন্ন ক্লাশে পড়াশুনা করার সাথে সাথে অন্যান্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণও নেয়। এই প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের শাস্ত্রীয় সংগীত, বিভিন্ন রকম হাতের কাজ, ছাগল পালন ও মুরগী পালন ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এর পাশাপাশি ছেলেদের শরীর ও মন ভালো রাখার জন্য ক্রিকেট, ফুটবল, কাবাডি, ব্রেলকার্ড, দাবা ইত্যাদি খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়। শনি ও রবিবারে টেপরেকর্ডার ও রেডিওর মাধ্যমে ছাত্রদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়। এখানকার ছাত্ররা প্রতিবছর বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষামূলক ভ্রমণে যায়। জেলা ও আঞ্চলিক স্তরে আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে। ২০০৪ সালে এই বিদ্যালয়ের ১জন ছাত্র, ২০০৫ সালে ৩জন ছাত্র, ২০০৮ সালে ৯জন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে স্টার মার্কস নিয়ে পাশ করেছে। ২০০৬ সালে ৩জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩জনই স্টার মার্কসসহ উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে বিশ্বজিৎ বর্মণ এই রাজ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৯০.১২ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে একটি ব্রেল প্রেস চালু করার প্রস্তাব আছে।

কুচবিহার গর্ভনমেন্ট স্কুল ফর দ্য ব্লাইন্ডের ছাত্ররা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশুবিকাশ ও নারী উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে কমিশনার (প্রতিবন্ধকতার)-এর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত।

যোগাযোগের ঠিকানা ৪৫, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০১৩

দূরভাষ নং ঃ ০৩৩ ২২৩৭ ৪৭৩১ ই-মেল ঃ com.disabilitywb@gmail.com

ওয়েব ঃ www.wbcommissionerdisabilities.gov.in